ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রণবীর-দীপিকার বিচ্ছেদের গুঞ্জন

পৃঃ ৫

সবার ওপরে কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১১ ● কলকাতা ● ৩০ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর লোকাল পুলিশ দিয়ে অমানবিক অত্যাচার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কি বর্বরতা কাগজের সম্পাদকের উপরে চলছে, একদিকে কৌশল করে প্রশাসনকে দিয়ে অত্যাচার চালালো। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা কৌশল করে জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই প্রশ্ন ছোট কাগজের সম্পাদককে কি জোর করে রাজনৈতিক করানোর অনুমতি দিয়েছেন আপনার দলের নিচু তলার কর্মীদের। তা না হলে কেনই বা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর বিভিন্নভাবে অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। ক্যানিং প্রেস কর্নার করানোর জন্য ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদারের সামনে কয়েকজন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কাগজের সম্পাদক কে অপমান এবং মারধর হয়েছিল,তার কোন সূরাহ আজ হলো না। নিচের তলার পুলিশ কর্মীরা

এরপর ৩ পাতায়

কর্ণাটকের রাজনীতি নিয়ে

বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কর্ণাটেক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার মুখে বড় রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত। ভোটের মুখে সে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন তিনি। আর তাঁর দলের নয়, তিনি বললেন বিজেপির কথা। বললেন, একসময়ে কংগ্রেসের সঙ্গী জেডিএস যে কোনও সময় বিজেপির সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে। তাঁদের সমস্ত চরিত্র বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে পারে জেডিএস।তিনি বলেন, 'এটি (জেডিএস) একটি পারিবারিক পার্টি বা দল। আমি অবাক হব না, যদি আগামীদিনে জেডিএস বিজেপির সঙ্গে মিশে যায়। যতদিন দেবেগৌড়া আছেন, ততদিন এই দল আলাদা থাকবে কিছু রাজনৈতিক কারণে, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে কী হবে, তা বলা মুশকিল।' জেডিএস-এর কুমারস্বামী বিজেপির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে, সেই সূত্রেই এ কথা বলেছেন তিনি।জেডিএসকে তাঁর আরও পরামর্শ দলের নাম থেকে সেকুলার শব্দটি যেন বাদ দিয়ে দেয়, কারণ তাঁরা আর সেকুলার নয়।

তিনি বলেছেন, 'আগামী দিনগুলিতে দেশে ও রাজ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও ভোটের মেরুকরণ হতে চলেছে। তার একদিকে থাকবে মৌলবাদী শক্তি, অন্যদিকে থাকবে ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তি। বিজেপি কখনই নিজের হিন্দুত্বের পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে আসবে না বা হিন্দুরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছেড়ে দেবে না। বরং দেবেগৌড়ার পরিবার সেই পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছে।' বেঙ্গালুরুতে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি।

ডায়মন্ড হারবারে শুটআউটে যুবক খুন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভাইফোঁটার দিন দিদির শ্বশুরবাড়িতে জমিবিবাদ মেটাতে গিয়েছিলেন যুবক। আর সেই সময় দিদির ভাসুরের ছেলে গুলি চালায় তাঁকে। ভাইফোঁটার দিনই দিদির বাড়িতে গিয়ে মৃত্যু হয় যুবকের। ভাইয়ের প্রাণহানির পর চোখের জল বাঁধ মানছে না বধূর। তাঁর একটাই আক্ষেপ, 'ডাকলাম বলে ভাইটা চলে গেল।'ভাইফোঁটার দিনই ভাইয়ের এমন মৃত্যু মানতে পারছেন না বধূ। তাঁর দাবি, এর আগেও একাধিকবার ভাসুর ও তার ছেলে তাদের উপর হামলা চালায়। মারধর, গালিগালাজ লেগেই থাকত। আগেই পুলিশের কাছে প্রায় তিনবার অভিযোগও জানিয়েছেন তিনি। তা সত্ত্বেও প্রাণহানির মতো ঘটনা রুখতে পারা গেল না। এদিকে, এই ঘটনার পরই গা ঢাকা দেয় পরেশ ও অজয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এই ঘটনায় পরেশ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে সক্রিয় বিজেপি কর্মী বলেই পরিচিত।নিহত মিঠুন সর্দার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারেরই বাসিন্দা। তাঁর দিদির শ্বশুরবাড়ি ডায়মন্ড হারবারের সাতঘড়ায়। দীর্ঘদিন ধরে জামাইবাবু জগন্নাথ মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর দুই ভাই পরেশ ও অজয়ের একটি জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। বুধবার সে বিবাদ চরমে পৌঁছয়। সকাল থেকেই শুরু হয় গালিগালাজ। বেলা যত বাড়তে থাকে, ততই অশান্তিও তুমুল আকার নেয়। অভিযোগ, সন্ধের দিকে ওই বিতর্কিত জমি ঘেরা পাঁচিল ভাঙার চেষ্টা করে ভাসুর পরেশ ও তার ছেলে অজয়। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মিঠুনের ভাগ্নি ও দিদি। তাঁরাই ফোনে অশান্তির কথা জানায়। সেই খবর পেয়ে দৌড়ে যান। সেখানে যাওয়ার পরই বধূর ভাসুরের ছেলের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যান মিঠুন।

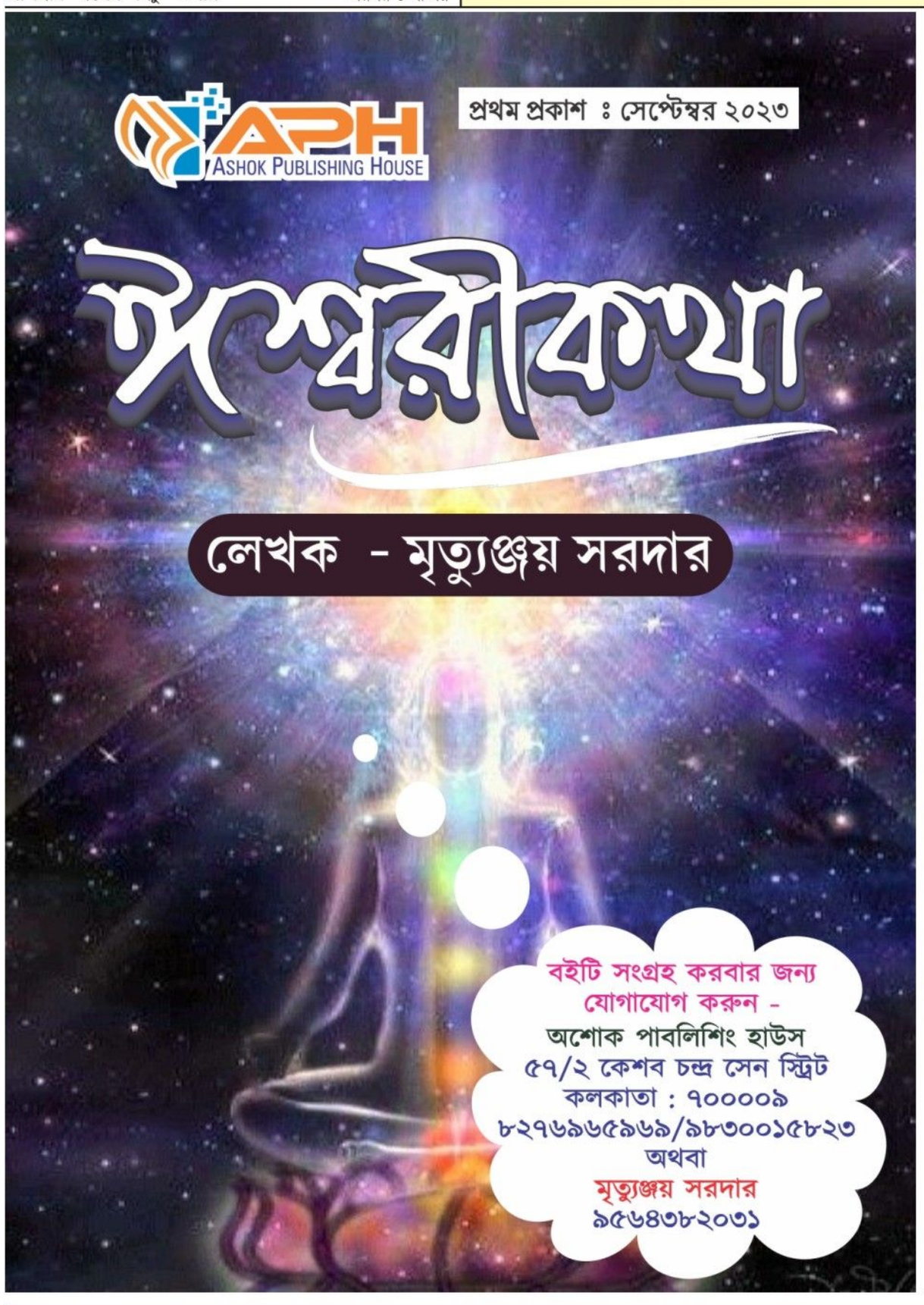

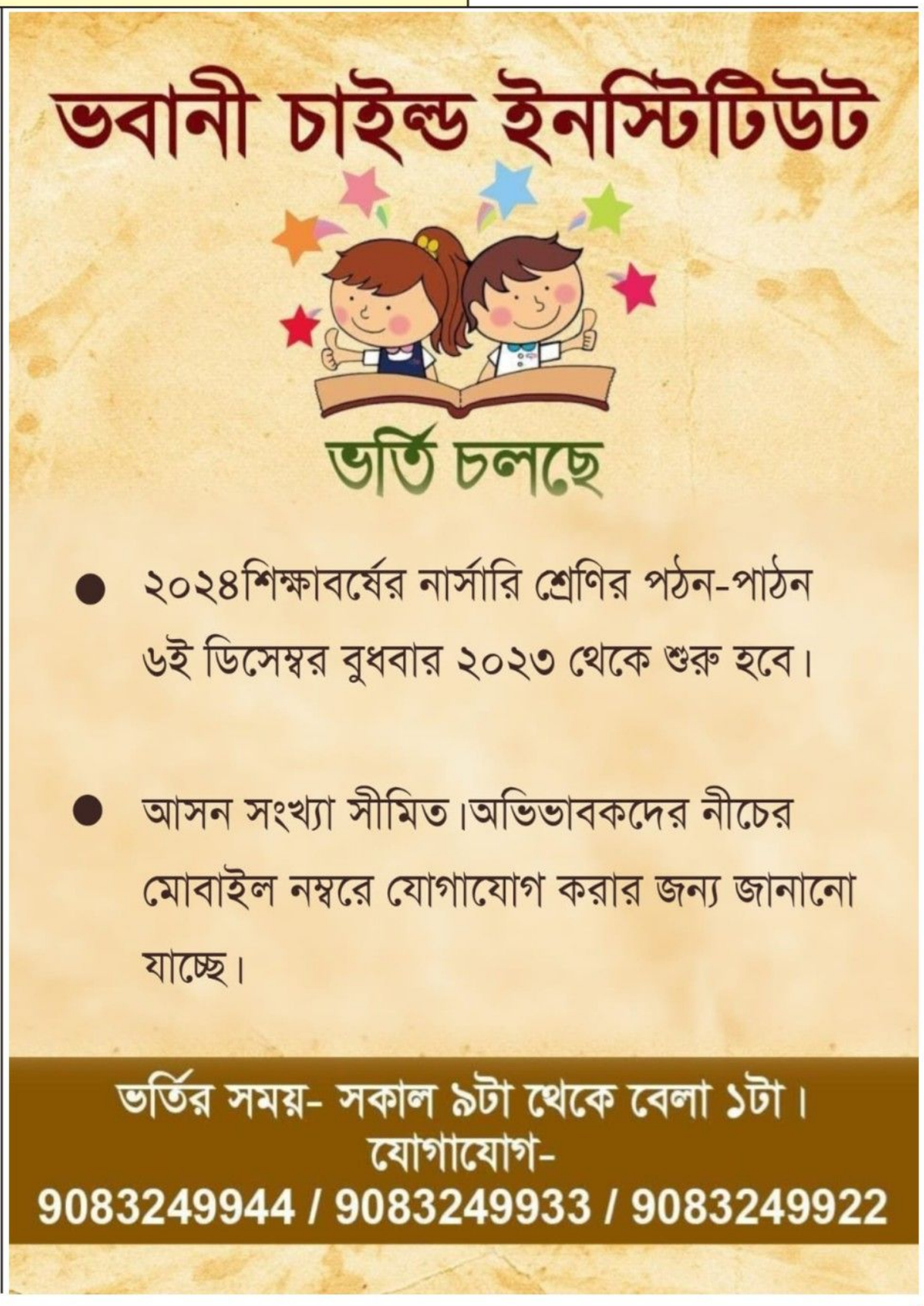

গভীর নিম্নচাপ

পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ । শক্তিবৃদ্ধি করেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে সেটি। তবে এটি ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে প্রথমে অতি গভীর নিম্নচাপ এবং পরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশ কুমার দাস।অন্যদিকে, নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দুই ২৪ পরগনায়। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায়। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ববর্ধমান।.

এদিন ইডেনে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল আছে। ম্যাচ চলাকালীন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে ম্যাচে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গভীর নিম্নচাপের গতিপ্রকৃতি দেখেই এই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তবে আজ কলকাতায় বৃষ্টি হলেও তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। সর্বাধিক ২০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। তবে দুই ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে আজ ভারী এবং আগামীকাল অতিভারি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। গভীর নিম্নচাপ আপাতত পশ্চিমবঙ্গের দীঘা উপকূল থেকে ৪৬০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্র পৃষ্ঠে অবস্থিত।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানান হয়েছে এর সম্ভাব্য ল্যান্ড ফল বাংলাদেশের খেপু পাড়া উপকূলে হতে চলেছে বলে এখনও পর্যন্ত উপগ্রহ চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এও জানান হয়েছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফলের সময় এর সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৫০ থেকে ৫৫ কিলোমিটার হতে পারে। অর্থাত ঘূর্ণিঝড় হলেও তা খুব শক্তিশালী হবে না বলেই এখনও পর্যন্ত মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। হাওয়া অফিসের তরফে জানান হয়েছে, ১৮ তারিখ অর্থাত শনিবার খুব ভোরে এটির ল্যান্ড ফলের সম্ভাবনা আছে। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও লাগোয়া একাধিক জেলায় শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টি। সুন্দরবন লাগোয়া এলাকায় আজ বিকেল থেকে শনিবার বেলা পর্যন্ত ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া।

রাজস্থানে বিজেপির হয়ে

প্রচার করেছেন অসমের রাজ্যপাল, অভিযোগ বিরোধীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অসমের রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়ার বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, যা আগে এমন পদে আসীন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে শোনা যায়নি। অসমের কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি অভিযোগ করছে, রাজ্যপাল কাটারিয়া রাজস্থানে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেছেন। আম আদমি পার্টির নেতা তথা দলের অসম ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর ভবেন চৌধুরিও একই দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন। আপ ও তৃণমূলের বক্তব্য, রাজ্যপালের পদে আসীন ব্যক্তি কোনও দলের হয়ে প্রচার করতে পারেন না। বিজেপি সাংবিধানিক রীতিনীতি পুরোপুরি বিসর্জন দিচ্ছে।

বিরোধীদের অভিযোগ সম্পর্ক রাজ্যপাল কাটারিয়া এবং তাঁর সচিবালয় থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রতিক্রিয়া দেয়নি বিজেপিও। এখন দেখার নির্বাচন কমিশন অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও পদক্ষেপ করে কিনা। রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপ নির্ভর করবে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী পদক্ষেপ করেন তাঁর উপর।একই অভিযোগ করছে রাজস্থানের শাসক দল কংগ্রেসও।

প্রবীণ রাজ্যপাল কাটারিয়া এ বছর মার্চে গুয়াহাটির রাজভবনের বাসিন্দা হওয়ার আগে ছিলেন রাজ্যস্থান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতত্বের নির্দেশে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিরতি নিয়ে রাজ্যপাল হন। আসলে রাজ্য বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতেই এই পদক্ষেপ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহেরা। মরুরাজ্যের বিজেপিতে জনপ্রিয় মুখ তিনি।

অভিযোগ, অসমের রাজ্যপালের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি ঘন ঘন নিজের রাজ্যে যান, যা প্রশাসনিক মহলের আলোচনার বিষয় হয়েছে। এবার অভিযোগ উঠল ছুটিতে নিজের রাজ্য গিয়ে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে ঘরোয়া সভা করছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ভোট

এরপর ৩ পাতায়

এয়ারএশিয়া ভারতীয় বাজারে পরিষেবা দিতে

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে কারণ নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে

Kolkata, 16 নভেম্বর 2023 : নিউজ সারাদিন : এয়ার এশিয়া ভারতকে বিশ্বের সাথে যুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কারণ এয়ারলাইনটি ভারতীয় বিমান চলাচলের ল্যান্ডস্কেপে তার শক্তিশালী উপস্থিতি অব্যাহত রেখেছে, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যাত্রীকে এশিয়া এবং এশিয়া প্যাসিফিক জুড়ে 130টি গন্তব্যের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করেছে।

এয়ারএশিয়া এখন একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে যা সরাসরি ভারত থেকে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডে 10টি রুটে 104টি ফ্লাইট সাপ্তাহিক পরিচালনা করে যেটি স্বল্প-দূরত্বের এয়ারলাইন এয়ারএশিয়া মালয়েশিয়া (ফ্লাইট কোড অক) এবং এয়ারএশিয়া থাইল্যান্ড (ফ্লাইট কোড FD) থেকে। মাঝারি পথের অধিভুক্ত এয়ারলাইন AirAsia X Malaysia (ফ্লাইট কোড D7) এছাড়াও নতুন দিল্লি এবং অমৃতসর থেকে কুয়ালালামপুর পর্যন্ত সাপ্তাহিক 08টি ফ্লাইট সহ দুটি সরাসরি রুট আছে। ভারতে AirAsia পরিষেবার ক্রমাগত বৃদ্ধি এশিয়ার সবচেয়ে বিস্তৃত কম খরচে নেটওয়ার্কে ভারত জুড়ে AirAsia-এর অতিথিদের জন্য একটি বিস্তৃত এবং নির্বিঘ্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

ফ্লাই-থ্রু কানেক্টিভিটি ব্যবহার করে, যেখানে AirAsia অতিথিরা ভারত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং অন্যান্য গন্তব্যে একটি নির্বিঘ্ন বুকিং-এর মাধ্যমে উড়তে পারে, এয়ারলাইনটি তার অতিথিদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপায় পরিবর্তন করছে, বিদেশে ভ্রমণের সুযোগকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সাশ্রয়ী করে তুলেছে।

এয়ারএশিয়া এভিয়েশন গ্রুপ লিমিটেড গ্রুপের সিইও, বো লিংগাম বলেছেন: "ভারত সবসময় এয়ারএশিয়ার জন্য একটি মূল বাজার এবং দেশে আমাদের কার্যক্রমে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি অনুসরণ করে, আমরা বাজারের সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এই বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য 1,601,601 জন অতিথিকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছি, আমাদের দুর্দান্ত মূল্যের ভাড়া এবং যোগাযোগের মাধ্যমে টিকে থাকার ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

যেহেতু আমরা ভারতে আমাদের উপস্থিতি জোরদার করে চলেছি, তাই আমরা শীঘ্রই তিরুবনন্তপুরমে একটি নতুন রুট চালু সহ আমাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ঘোষণা করতে আগ্রহী। আমরা ভারত থেকে আন্তর্জাতিক ভ্রমণকে কেবল অ্যাক্সেসযোগ্যই নয়, সকলের জন্য সাশ্রয়ী করার জন্য নিবেদিত।"

এয়ারএশিয়ার হেড অফ রিজিওনাল কমার্শিয়াল (ইন্ডিয়া), মনোজ ধর্মানি, যোগ করেছেন: "এয়ারএশিয়া ভারতের প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমাদের অতিথিদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত যে ভারত আমাদের কার্যক্রমের মূল অংশে রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, আমরা প্রভূত বৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছি, অগণিত সংযোগ স্থাপন করেছি। ভারতের শহর ও অঞ্চলগুলি বিশ্বের কাছে, এবং আমরা শেয়ার করতে পেরে গর্বিত যে AirAsia এখন ভারতে 11টি গন্তব্যে পরিষেবা দেয়। ভারতে আমাদের সম্প্রসারণের ফলে 104টি সাপ্তাহিক ফ্লাইট হয়েছে, যা আমাদের ভারত এবং বিশ্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য লিঙ্ক তৈরি করেছে। সারা দেশে আমাদের অতিথিদের জন্য সংযোগ এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা আরও বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভারতীয় বাজারে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা সামনের দিনগুলির দিকে তাকিয়ে আছি।"

AirAsia থেকে কুয়ালালামপুর, ব্যাঙ্কক, বালি, ফুকেট, সিডনি এবং আরও অনেক জায়গায় 6,999 টাকা থেকে শুরু করে এখন থেকে 30 সেপ্টেম্বর 2024 পর্যন্ত ভ্রমণ সময়ের জন্য একমুখী যাত্রা শুরু করুন । প্রচারমূলক ভাড়াগুলি এখন ওয়েবসাইটে বুকিংয়ের জন্য উপলব্ধ এবং airasiaSuperapp আজ থেকে শুরু হচ্ছে 26 নভেম্বর 2023 পর্যন্ত।

*অল-ইন ভাড়া শুধুমাত্র বিমানবন্দর ট্যাক্স, জ্বালানী সারচার্জ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ফি সহ একমুখী ভ্রমণের জন্য। অন্যান্য শর্তাবলি প্রযোজ্য।

সম্প্রীতির বন্ধনে ভাইফোঁটা দিলেন

নজরুলের নাতনী সোনালী কাজী রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত স্বপন বাউলকে

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ, তার মধ্যে কালী পূজার পরই ভাইফোঁটা উৎসবে মেতে ওঠে বাঙালি ভাই বোনের মন। বাংলায় মানুষের কাছে ভাইফোঁটা একটা বড় উৎসব। বোনেরা ভাইদের মঙ্গল কামনায় ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বলে , ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা এই বলে ভাই ও দাদাদের মঙ্গল কামনা করে । এই উৎসবে কচি কাচা থেকে শুরু করে বৃদ্ধরাও ফোঁটা নেয় , বৃদ্ধারাও তাদের দাদা ও ভাইদের ভাইফোঁটা দেয়। এবছরের ভাই ফোঁটা সম্প্রীতির নজীর সৃষ্টি করেছে চারিদিকে দেখা যাচ্ছে। নিউজ সারাদিনের ক্যামেরায় ধরা পড়ল নজরুলের জন্ম স্থান চরুলিয়ায় কবি নজরুলের জন্ম ভিটাতে কাজী নজরুল ইসলামের নাতনী সোনালী কাজী রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউলকে ভাইফোঁটা দিলেন এলাকার বোনদের সঙ্গে নিয়ে । চন্দনের ফোঁটা কপালে দিয়ে স্বপন বাউল ভাইয়ের জন্য আল্লা ,ভগবানের কাছে দোয়া চেয়ে মঙ্গল কামনা করলেন । মিষ্টি মুখ করিয়ে, বাউল ভাইকে হাতে উপহার তুলে দিয়ে, আশির্বাদ করলেন। সংগীত শিল্পী সোনালী কাজী দিদি সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধলেন শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার বাউল স্বপন ভাইকে। এ প্রসঙ্গে নিউজ সারাদিনের মুখোমুখি হয়ে স্বপন বাউল বলেন আমার নিজের বোন সঙ্গীত শিল্পী মধুমিতা দত্ত তার শ্বাশুড়ি মারা যাওয়ার জন্য এ বছরে আমাকে ভাই ফোঁটা দিতে আসতে পারে নি। আমি ভেবেছিলাম এ বছর বুঝি এই হতভাগা স্বপন বাউলকে কেউ আর ফোঁটা দেবে না । ঈশ্বরই বলুন আর আল্লাই বলুন উনি আমার মনের কষ্টের কথা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। তারপরই সোনালী কাজী দিদির ফোন পেলাম বললেন বাউল ভাই তুমি তো সবসময়ই সমাজ সচেতনে ব্যাস্ত থাকো ,তোমাকে তো পাওয়াই যায় না, আজ এসো চুরুলিয়ায় নজরুলের জন্ম ভিটাতে তোমাকে আমি ভাই ফোঁটা দেব। আমি যেন সেই মুহূর্তে হাতে চাঁদ পেলাম। আমার ৮০ বছরের বৃদ্ধা মাকে বললাম মা কবি নজরুলের নাতনী সোনালী কাজী দিদি আমাকে ভাইফোঁটা নিতে যেতে বলেছে। মা এই কথা শুনেই বললেন তুই অবশ্যই যাবি কাজী নজরুল ও তার বংশধরের আশির্বাদ নিয়ে আসবি। তোর জীবনে আজকের এই ভাইফোঁটা এক সম্প্রীতির মেল বন্ধন । চুরুলিযায় ভাই ফোঁটা নিতে এলাম ,এখানে এসে আমার জীবন ধন্য হলো এবং আমি নজরুলের ভিটায় আসতে পেরে, নজরুলের গান "কারার ঐ লৌহ কপাট "কে বিকৃত সুর করে নজরুলকে অপমান করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাউল গানে করতে পেরে আমি ধন্য। অপরদিকে সোনালী কাজী বলেন বাংলার বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের বাউল স্বপন দত্ত বাউল ভাইকে ভাই ফোঁটা দিয়ে আমিও খুশি আনন্দ পেলাম। আমরা চুরুলিয়া বাসি রাষ্ট্রপতির উপহার দেওয়া একতারা হাতে স্বপন বাউলকে পেয়ে সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা । বাউলের যেমন কোনো জাত পাত নেই কবি নজরুল লিখেছিলেন শ্যামা সংগীত, ঠিক তেমনি আমি তার নাতনী আমার সঙ্গীত জীবনে তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সব সময় আমার পথ চলার চেষ্টা করি। স্বপন দত্ত বাউল কে ভাই ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে ভাই ফোঁটার বাঁধনে বাঁধলাম। গ্রাম বাসিরা অনেকেই বলেন এটা তোমার শুধু ভাই ফোঁটা নয় এ এক সম্প্রীতির মেল বন্ধনে ভাইফোঁটায় বাউল ভাইয়ের মঙ্গল কামনা।

স্যর, আমাকে বাঁচতে দিন',

ভারচুয়াল শুনানিতে কাতর আর্জি জ্যোতিপ্রিয়র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইডি হেফাজতে থাকাকালীন বারবার নিজেকে অসুস্থ বলে দাবি করেছেন রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর বাম হাত ও পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। মৃত্যুর আশঙ্কাও করেছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের রিপোর্টেও তাঁকে 'আনফিট' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীও শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, 'উনি সুস্থ নন। কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত। সুপারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানান বিচারক। সেলে খাট এবং টেবিল দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। যদিও বিচারক বলেন, 'সেটা জেলের এক্তিয়ার।' এদিকে, জ্যোতিপ্রিয়কে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে জেরার অনুমতি পায় ইডি।সে কারণে সশরীরে আদালতে হাজিরাও দিতে

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

২ পাতার পর

রাজস্থানে বিজেপির হয়ে প্রচার করেছেন অসমের রাজ্যপাল, অভিযোগ বিরোধীদের

ঘোষণার আগে উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের ঘন ঘন রাজ্য সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় ব্যক্ত করেছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রাজস্থান ধনকড়ের নিজের রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবিধানিক পদাধিকারী কেন ঘন ঘন নিজের রাজ্যে আসবেন। রাজ্য সরকারের কাছে তাঁর বিশেষ সরকারি কর্মসূচির খবর নেই।

ধনকড়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জল আর গড়ায়নি। কিন্তু অসমের রাজ্যপালকে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিয়েছেন অসম তৃণমূলের সভাপতি রিপুণ বোরা। তিনি নির্বাচন কমিশনকেও চিঠি দিয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন। কমিশন অবশ্য এই ব্যাপারে এখনও উচ্চবাচ্য করেনি।

২ পাতার পর

স্যর, আমাকে বাঁচতে দিন', ভারচুয়াল শুনানিতে কাতর আর্জি জ্যোতিপ্রিয়র

পারেননি তিনি। ভারচুয়াল শুনানিতে কাতর আর্জি জ্যোতিপ্রিয়র। বললেন, 'স্যর, আমাকে বাঁচতে দিন।' এই আবেদনের পরেও জেল হেফাজতেই মন্ত্রী। আগামী ৩০ নভেম্বর ফের আদালতে পেশ করা হবে তাঁকে।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বিচারক এদিন প্রশ্ন করেন, 'কী সমস্যা হচ্ছে আপনার?' উত্তরে ধৃত মন্ত্রী বিস্তারিতভাবে তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানান। বলেন, 'আমি আইনজীবী। কলকাতা হাই কোর্ট ও ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সদস্য। পায়ের সমস্যা হচ্ছে। সাড়ে তিনশোরও বেশি সুগার। হাত-পা কাজ করছে না।' এর পরই বিচারকের কাছে কাতর আর্জি তাঁর, 'স্যর, আমাকে বাঁচতে দিন।' তাঁকে কার্যত থামিয়ে দিয়ে কথা বলতে শুরু করেন বিচারক। বলেন, 'আপনি নিজেকে যখন আইনজীবী হিসেবে দাবি করছেন, তখন নিশ্চয়ই জেল এবং আদালতের এক্তিয়ার সম্পর্কে অবগত। একজন আইনজীবী হলে আপনার বুঝে যাওয়া উচিত।'

ছট পুজোর আবহেই

শুক্রে মমতা-লালুর বৈঠকের সম্ভাবনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যক্তিগত সফরে বৃহস্পতিবার কলকাতায় এসেছেন আরজেডি সুপ্রিমো তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর ছেলে তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। তেজস্বীর শালার ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যেই তাঁদের কলকাতায় আগমন বলে জানা গিয়েছে।

লালুর রাষ্ট্রীয় জনতা দল বা আরজেডি বিহারের ক্ষমতায় থাকা সরকারের জোট শরিক হওয়ার পাশাপাশি দেশে তৈরি হওয়া বিজেপি বিরোধী মহাজোট ইন্ডিয়া'রও শরিক দল। তৃণমূল কংগ্রেসও এই জোটে যোগ দিয়েছে। পুজো আগে এই জোটের শেষ বৈঠক হয়েছিল মুম্বইয়ে। তারপর আর এই জোটের কোনও বৈঠক হয়নি। মমতা চেয়েছিলেন, ২৪'র নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস দ্রুত আসন রফার আলোচনা সেরে ফেলুক। যদিও সেই পথে পা বাড়ায়নি কংগ্রেস। ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দোহাই দিয়ে তাঁরা বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছে। এখন তাই নতুন ইংরেজি বছর ছাড়া দ্রুত ইন্ডিয়া জোতের বৈঠক বসার সম্ভাবনাও নেই। এই আবহেই আগামিকাল যদি লালু-তেজস্বীর সঙ্গে মমতার বৈঠক হয় তাহলে সেখানে জোট ইস্তেহার তৈরির বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।১৮ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় থাকতে পারেন তাঁরা। তবে এই সফরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তারা কোন সাক্ষাত করবেন কিনা সে বিষয়ে তেজস্বী বা লালু এখনও প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। যদিও সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামিকাল অর্থাত শুক্রবার লালু ও তেজস্বীর সঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বৈঠক হলেও হতে পারে। সেই বৈঠক নবান্নে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা আগামিকাল নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকও ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার মাঝেই হতে পারে লালু-তেজস্বীর সঙ্গে মমতার বৈঠক।

গাজায় জরুরি মানবিক বিরতির আহ্বান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রসংঘ, ১৬ নভেম্বর: গাজায় আকাশপথে ও স্থলপথে মুহুর্মুহু ইজরায়েলি হামলায় তীব্র সংকটে প্যালেস্তাইনের সাধারণ নাগরিকেরা।

মাল্টার রাষ্ট্রসংঘের রাষ্ট্রদূত ভেনেসা ফ্রেজিয়ার বলেছেন, "আজ আমরা যা অর্জন করেছি, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। আমরা বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের দুর্দশার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিতে অবিচল থাকব।" এই প্রস্তাবে ইজরায়েলে ৭ অক্টোবরের হামলার উল্লেখ নেই, যেখানে হামাস জঙ্গিরা প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং প্রায় ২৪০ জনকে বন্দি করেছিল। হামাস-শাসিত গাজায় বিমান হামলা এবং স্থলপথে আক্রমণ যে ইজরায়েলের পালটা জবাব তারও উল্লেখ নেই প্রস্তাবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে যে, ইজরায়েলি হামলায় ১১,০০০ এরও বেশি প্যালেস্তাইনের নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে, মৃতদের দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা এবং শিশু।মৃত্যুমিছিল রুখতে 'জরুরি ও বর্ধিত পরিসরে মানবিক বিরতি'র ডাক দিয়ে বুধবার প্রস্তাব গৃহীত হল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই নিয়ে তাদের প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হল।যদিও প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রত্যাখ্যান করেছে ইজরায়েল।

১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাবের পক্ষে ভোটের ফলাফল ১২-০। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও রাশিয়া ভোটদানে বিরত ছিল। ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের আচমকা আন্তঃসীমান্ত হামলার নিন্দা করতে ব্যর্থ এই প্রস্তাব বা রেজোলিউশন, এমনই দাবি করে এর পক্ষে ভোটদানে বিরত থেকেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। আর এই প্রস্তাব মানবিক যুদ্ধবিরতির দাবি জানাতে ব্যর্থ বলে জানিয়ে এর পক্ষে ভোটদান করেনি রাশিয়া। যদিও তাদের এই দাবির বিরোধিতা করেছে ইজরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

চূড়ান্ত খসড়ায় মানবিক বিরতির 'দাবি'কে 'আহ্বান' হিসেবে লেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হামাস ও অন্যান্য গোষ্ঠীর হাতে বন্দি সমস্ত বন্দিকে অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত মুক্তির জন্য আহ্বান' জানানো হচ্ছে। তবুও মাল্টার এই প্রস্তাব গুরুতর পার্থক্যগুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে, যা আগের চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে নিরাপত্তা পরিষদকে বাধা দিয়েছিল।

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর লোকাল পুলিশ দিয়ে অমানবিক অত্যাচার

এমনভাবে অমানবিক অবিচার ও অত্যাচার করছে যাতে মৃত্যুঞ্জয় সহ তার পরিবার যে কোনভাবে যেন আত্মহত্যা করে। বা কোন কারণে মাথা গরম হয়ে কিছু অপীতিকার ঘটনা ঘটায় সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। যখন মানুষ আইনের উপরে ভরসা হারিয়ে যায় তখন সে নিজের বিচার নিজেই করে নেয়, সে কথা স্পষ্ট জানাচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। গতকাল সকালে তার পরিবারকে নিয়ে একটু ক্যানিং বাজারে গেছিল কেনাকাটা করতে, মৃত্যুঞ্জয় সরদারের চার বছরের ছোট মেয়েটি খিদে পেতে একটি দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে খাবার নিচ্ছিল সেখানে কোন জ্যাম বা কোন সমস্যা ছিল না পিছনে অনেক টোটো, ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদার বেশ কিছুটা দূরে ডিউটিতে তো ছিল, তারপরে কিভাবে এক পুলিশের কনস্টেবল এসে টোটোই লাঠিচার্জ করতে গিয়ে সম্পাদকের গায়ে মারল। কে এই কনস্টেবল কে মারার জন্য অনুমতি দিয়েছিল, যদি কোন সমস্যা থাকতো তাহলে এসে মুখে বলতেই পারতেন। এ বিষয়ে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবুর সাথে সম্পাদক জানালে বলেন এ যেমন জনগণ যেন তেমন তার পুলিশ, তবে কে ছিল ওই পুলিশ কনস্টেবল তা খোঁজ নিয়ে দেখছি বলে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবু জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এইভাবে কি রণকৌশল করে সম্পাদককে হেনস্থা ও অত্যাচার চালিয়ে কোন কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন ফেলতে চাইছে। না লোকাল সাংবাদিক ও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা পুলিশের দাঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে অত্যাচারের খাড়া নামাতে চাইছে। সবকিছুই সঠিক ভাবে দেখা উচিত উচ্চতর পুলিশ প্রশাসনকে। এ ঘটনায় প্রায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাহলে কি সত্যি কথা লেখার জন্য, দীর্ঘ কুড়ি বছর রাজনৈতিক কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে। কেননা তিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করে না। দুষ্কৃতীদের অন্যায় করলে সে কথা সবার আগে তার কলমের ভাষাতেই প্রকাশ পায়। তাই তার পরিবারের উপরে দীর্ঘ কুড়ি বছর মানসিক শারীরিক ও সামাজিক বিষয়ে অত্যাচার অব্যাহত। শত অত্যাচার অপমান অবিচার সহ্য করেও তিনি নীরবে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণেই একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা দীর্ঘ বছর আগে থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের পরিবারসহ তাকে খুন করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর নেতাদের তার জমি জায়গা কেড়ে নেবে বলে অন্যের নামে রেকর্ড করে গোপনে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সত্যি ঘটনা যখন প্রকাশ্যে এসছে তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদার সমস্ত ঘটনা লিখিত প্রশাসনকে জানার পরে। শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে মদ খাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির মাঠের আশেপাশে বসে। আর মৃত্যুঞ্জয় পরিবারের যেকোনো উপর কী ভাবে ক্ষতি আলোচনা করছে। জমি যেভাবে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছে, নেতারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মিটিং ডেকে আলোচনা করছে যাতে ওই জায়গায় পুনরায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কাগজপত্র না হয় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভগবান আছে প্রশাসনকে সব জানানো আছে, তবে তার পরিবার মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় সহ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে একাধিকবার তাদের কথাতে বেরিয়ে এসেছে।সেই কারনে বলতে চাই জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা।তবে দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত

ক্রমশঃ

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩১১ সংখ্যা ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ৩০ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কুলগামে জঙ্গিদমন অভিযানে সেনা, জঙ্গিদের সঙ্গে চলছে গুলির লড়াই

জম্মু ও কাশ্মীরে বৃহস্পতিবারও চলছে জঙ্গিদমন অভিযান। বৃহস্পতিবার দুপুরে জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার সামনু গ্রামে শুরু হয়েছে এই অভিযান। ওই গ্রামে জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে, এই খবর ছিল সেনার কাছে। তার পরও নিরাপত্তা বাহিনী অভিযানে নামে। অভিযানে নেমে গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে সেনা।অক্টোবর মাসে কুলগামে অভিযানে চালিয়ে ২ জঙ্গিকে খতম করেছিল ভারতীয় সেনার জওয়ানরা। ওই জঙ্গিরা হিজবুল মুজাহিদিনের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছিল। গত কালই উরি সেক্টরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করেছিল সেনাবাহিনী। পুলিশের গুলিতে ২ জঙ্গির মৃত্যুও হয় সেখানে। এর পর উরি সেক্টরের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। সেই অভিযান আজও জারি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই কুলগামে অপর এক অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।বাহিনীর জওয়ানরা ওই গ্রামে ঢোকার পরই গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। শুরু হয় গুলির লড়াই।

কুলগাম জেলার ওই গ্রামে বেশ কয়েক জন জঙ্গি আটকে পড়েছেন বলে জানিয়েছে কাশ্মীর জোন পুলিশ। জঙ্গিদের ধরতে এখনও অভিযান জারি হয়েছে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট কাণ্ডে

পুলিশ নির্দোষ, দাবি কুণালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমহার্স্ট স্ট্রিট ঘটনায় কোনওমতেই পুলিশ জড়িত নয় বলে দাবি তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, মৃত ব্যক্তি একটি চোরাই মোবাইল কিনেছিলেন। সেটা বিজেপি নেতার সুপারিশেই তিনি পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তদন্ত করতে করতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।তিনি আরও বলেন, বিজেপি হাইকোর্টে যেতেই পারে। আগের একটি কেসে অমিত শাহকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে প্রমাণিত হয়েছে পুলিশ দোষী নয়। এখানেও তাই প্রমাণ হবে। দিলীপ ঘোষের প্রসঙ্গে কুণালের বক্তব্য, তাঁর কথার কোনও গুরুত্ব নেই। উনি বিজেপিতে আছেন বলে এখনও জেলের বাইরে আছেন। রাজ্য পুলিশ তদন্ত করলে এতদিন জেলে থাকতেন। নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রসন্ন রায়ের বাড়িতে দিলীপ ঘোষের দলিল পাওয়া গিয়েছে। উনি এখন কোন বিজেপিতে আছেন। শুভেন্দু বিজেপি দিলীপ বিজেপি আন্ত বিজেপি নাকি অনুপম বিজেপিতে? তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় বলে জানা তিনি।

তিনি আরও বলেন, তিনি সম্ভবত শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তা ময়নাতদন্ত করলেই বোঝা যাবে। যেখানে খুশি ময়নাতদন্ত করতে পারে। রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করতে পারে। পুলিশের কাছে সমস্ত কল রেকর্ড আছে।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কথা, "গোবিন্দ কটক দুর্গের অধ্যক্ষ ছিল। উড়িষ্যার পতনের জন্য যে বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী আংশিকভাবে দায়ী, তাদের প্রধান এই গোবিন্দ।' Govinda was the commandant of the fort of Cuttack. He was the first of that group of traitors who were partly responsible for the fall of Orissa.Ó (The Gajapati Kings of Orissa)

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ জগদ্ধাত্রী পুজোর কোনও উল্লেখ নেই

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

অনাদায়ী খাজনার অপরাধে আলিবর্দি খান কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কারারুদ্ধ করেন। এই সময় তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং নবাবের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কৃষ্ণনগর ফিরে গিয়ে তিনি জগদ্ধাত্রী পুজা শুরু করেন। এই মত যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয় কৃষ্ণনগরের পুজো শুরু হওয়ার পর। অর্থাৎ কিনা ১৭৬২-র আশেপাশে। সেক্ষেত্রে এ পুজো দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য ইন্দ্রনারায়ণের হয়নি।অপর একটি মতানুসারে, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো তার আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। খোদ ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পুজো হত। চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রীই সেই আদি মা। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভের চন্দননগর লুঠের সময় সে পুজো বন্ধ হয়ে যায়, যা আবার শুরু হয় কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের অব্যবহিত পরে। আজও শোনা যায়, চাউলপট্টির আদি মায়ের পুজোর সংকল্প হতো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পরিবারের নামে, এবং পাঁঠা বলির পর একটি করে প্রসাদী পাঁঠা প্রতিবার চৌধুরী বাড়িতে পাঠানোর রীতি বছর পঁচিশ আগেও চালু ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা বিপর্যয়, বাংলার ঘরে ঘরে পূজার ইতিহাস কি সমৃদ্ধ করে বলতে চাই,সপ্তমীর দিন সাতটি বিশাল বারকোশে হয় মায়ের নৈবেদ্যের আয়োজন। সপ্তমী থেকে নবমী প্রত্যেকদিন ছাগবলি হয়, সাথে থাকে আখ, চালকুমড়ো বলিও। নবমীর দিন মাকে ১০৮টি রক্তপদ্ম নিবেদন করার রীতি আছে। আদি মায়ের পুজোর আর একটি বড় বিশেষত্ব হল, গয়না পরানো থেকে শুরু করে প্রতিমা নিরঞ্জন, নৈবেদ্য থেকে শুরু করে প্রতিমা বরণ সবই করেন কমিটির পুরুষ সদস্যরা। অন্যদিকে দশমীর পর দিন আদি মায়ের বিসর্জন হয় মায়ের নিজস্ব ঘাটে। প্রায় ২২ ফুটের ওই দেবী মূর্তিকে ভক্তরা কাঁধে তুলে নিয়ে আসেন ঘাট অবধি। ঘাটের আশেপাশে ও গঙ্গাবক্ষে নৌকাতে অগণিত দর্শনার্থীদের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা থাকে না। মূর্তিকে কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গায় নেমে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। প্রতিমা জলে পড়ার পর, অন্যান্য মূর্তি বিসর্জনের মত কাঠামোর বিচুলি কেটে ফেলা হয়না। অপেক্ষা করা হয় পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত। ততদিন ভাসমান কাঠামো ঘাটেই বাঁধা থাকে। মায়ের গা থেকে বেনারসি শাড়িগুলিও বিসর্জনের পর খুলে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সেই শাড়ি দান করা হয়।আগেকার দিনে মৃন্ময়ী মূর্তির গয়না তৈরি হত মাটির। পরবর্তীকালে মাটির বদলে শোলার উপকরণ দিয়ে মৃন্ময়ী মূর্তিকে সাজানো শুরু হয়। শিল্পীরা শোলার ভিতরের নরম সাদা শাঁসটুকু ব্যবহার করে দেবীর অলঙ্কার তৈরি করেন। দেবীর মাথার মুকুট কিরীট, কানের মাকড়ি, শাড়ির অলংকরণ, হাতির মাথার হাওদা- সর্বত্র এই শোলার সূক্ষ্ম ও নিপুণ কাজ ব্যবহার করা হয়। এর জনপ্রিয় নাম ডাকের সাজ। হাতির দাঁতের কারুকার্যের সাথে এর মিল থাকায় সোলার আরেক নাম 'হারবাল আইভরি'। এই ডাকের সাজের শোলা আসে কাটোয়ার বনকাপাসি থেকে। চাউলপট্টির আদি মায়ের ডাকের সাজ আজও নিজে হাতে তৈরি করেন বনকাপাসির আদিত্য মালাকার। বংশপরম্পরায় কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁরা এই কাজ করে আসছেন। একই ভাবে মৃৎশিল্পী অসিত পাল বংশপরম্পরায় আদি মায়ের মূর্তি তৈরী করে আসছেন।এদিকে এই কাহিনির নানা রকমফের আছে। কেউ বলেন, তখন বাংলার সিংহাসনে ছিলেন নবাব মিরকাশিম। বেশ কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করতে কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে মুঙ্গের কারাগারে বন্দি করেন মিরকাশিম। মুক্তিলাভের আশায় কৃষ্ণচন্দ্র কারাগারে উপবাসে থেকে ধ্যান শুরু করেন। তত দিনে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছে। মনকষ্টে থাকা রাজাকে দেবী প্রসন্ন হয়ে স্বপ্নে দেখা দেন এবং পুরাণবর্ণিত জগদ্ধাত্রী পূজো করতে বলেন। তা হলেই রাজার দুর্গাপুজো দুঃখ দূর হবে। মহারাজ এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই মুক্ত হন কিন্তু। কৃষ্ণনগরে ফিরে নির্দিষ্ট দিনে কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পুজো করেন। আবার, কেউ বলেন, কৃষ্ণচন্দ্রকে খাজনার বাকি পড়ায় বন্দি করে ছিল মিরজাফর। সেটা ১৭৫৭ সাল। অন্য দিকে, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী তাঁর 'নবদ্বীপ মহিমা'তে অন্যকথা বলছেন। তাঁর মতে, "মহারাজ গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে অস্মদেশে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলিত ছিল না। উক্ত মহারাজের যত্নে তন্ত্র হইতে ঐ মূর্তি প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন গ্রাম নিবাসী চন্দ্রচূড় ন্যায়পঞ্চানন নামক জনৈক তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত কর্তৃক ঐ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। পরে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অনুমোদিত হইলে ঐ মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়।"যদিও এই সব পরস্পরবিরোধী জনশ্রুতির মধ্যে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনার ঠিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া ভার। মনে রাখতে হবে, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ জগদ্ধাত্রী পুজোর কোনও উল্লেখ নেই। আলিবর্দির কারাগার থেকে বেরিয়েই কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পুজো করলে তা ভারতচন্দ্র নিশ্চয়ই ওঅন্নদামঙ্গল্ক-এ (রচনাকাল ১৭৫২) তার উল্লেখ করতেন। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেবের মতে, "যতটুকু জানা যায় ১৭৫২-৫৬, এই সময়কালের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বারোদোল, রাস বা জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন করেন। কেননা, ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তাঁর আর্থিক সঙ্কট প্রবল হয়েছিল। ফলে, সে সময়ে এত বড়মাপের পুজোর আয়োজন করা সম্ভব ছিল না।" একই কথা বলা যায় মিরকাশিম প্রসঙ্গেও। অলোককুমার চক্রবর্তী তাঁর 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ লিখেছেন, "যাঁরা বলেন যে মিরজাফরের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে কৃষ্ণচন্দ্র এই পূজা করেন, তাঁদের কথাও ঠিক নয়। কেননা, মিরজাফরের কারাগারে কৃষ্ণচন্দ্র কোনওদিন বন্দি ছিলেন না।" তাঁর মতেও, "আলিবর্দির রাজত্বের ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি হয়তো এই পূজা করে থাকবেন। আলিবর্দির কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেই তিনি এই পূজা প্রচলন করেছিলেন এমন কথাও মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই তিনি আলিবর্দির কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন। মুক্তিলাভ করেই যদি তিনি এই পূজা করতেন তা হলে ভারতচন্দ্র নিশ্চয়ই এর উল্লেখ করতেন।" অন্য দিকে, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী কৃষ্ণচন্দ্রের নাতি গিরীশচন্দ্রকে (১৮০২- ১৮৪১) এই পুজোর প্রবর্তক বলে যে দাবি করেছেন তা-ও ঠিক নয় বলেই মনে করেন পণ্ডিতেরা। তিনি যদি জগদ্ধাত্রী পূজোর প্রবর্তক হবেন, তা হলে নদিয়ার জলেশ্বর শিবমন্দির (১৬৬৫) এবং দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দিরের (১৬৬৯) গায়ে জগদ্ধাত্রী মূর্তি খোদাই করা থাকত না। সব মিলিয়ে ইতিহাস গবেষকেরা নিশ্চিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। এ কথা বলেছেন রাজ পরিবারের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য লেখক দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র। তবে এ কথাও ঠিক যে কৃষ্ণচন্দ্র-পরবর্তী সময়ে গিরীশচন্দ্রের আমলে জগদ্ধাত্রী পুজোয় ব্যাপক জাঁকজমক হত। সে সময়ে ইংরেজরাও পুজো দেখতে আসত। অন্য দিকে, কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধু চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই পুজো শুরু করেন। তবে, পুজো প্রকরণ কৃষ্ণনগরের চেয়ে ভিন্নতর চন্দননগরে। এ হেন জগদ্ধাত্রী শব্দের আভিধানিক অর্থ 'জগৎ' যোগ 'ধাত্রী'। জগৎ বা ত্রিভুবনের ধাত্রী (ধারণকর্ত্রী, পালিকা)। ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে' "সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাম। চতুর্ভূজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম। শঙ্খশার্ঙ্গ সমাযুক্ত বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম। চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চদধতীং দক্ষিণে করে। রক্তবস্ত্রাপরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্ত" এই ভাবে। জগদ্ধাত্রী দেবীর মূর্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন, "অর্ক বা সূর্যই বিশ্বের পোষণকর্তা। পৃথিব্যাদি আবর্তনশীল গ্রহ-উপগ্রহদিগকে সূর্যই নিজের দিকে আকর্ষণ করে রেখেছেন। দেবী জগদ্ধাত্রীর মধ্যেও ধারণী ও পোষণী শক্তির পরিচয় বিদ্যমান। তাই তাঁকে বলা হয়েছে বালার্কসদৃশীতনু। একই কারণে জগৎপালক বিষ্ণুর শঙ্খ চক্র শার্ঙ্গধনু আদি আয়ুধ দেবীর শ্রীকরে।... দেবীর রক্তবস্ত্র ও রক্তবর্ণের মধ্যে, দেবীর সিংহাসনস্থ রক্তকমলে সেই রজোগুণেরই ছড়াছড়ি। রজোদীপ্ত বলেই জগদ্ধাত্রী মহাশক্তিময়ী। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র, তাঁর বাহন সকলই তাঁর শক্তিমত্তার ভাবটি আমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত করে দেয়।"

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

রণবীর-দীপিকার বিচ্ছেদের গুঞ্জন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডে তারকাদের পান থেকে চুন খসলেই গুঞ্জন রটে যায়। তার মধ্যে বলিউড নায়িকা দীপিকা পাড়ুকোন সম্প্রতি কফি উইথ করণে গিয়ে একাধিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে ট্রলের শিকার হয়েছেন। এবার নেটিজেনরা হাওয়ায় ভাসালেন বলিউডের তারকা দম্পতি রণবীর সিং ও দীপিকা পড়ুকোনের বিচ্ছেদের গুঞ্জন; যার সূত্রপাত তাদের ফ্ল্যাট বিক্রি নিয়ে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, সম্প্রতি রণবীর-দীপিকা নিজেদের একজোড়া ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছেন। ভারতের গোরেগাঁওয়ে অবস্থিত ফ্ল্যাট দুটি ছিল অভিনেতার নামে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে সেই ফ্ল্যাট দুটি কিনেছিলেন তিনি। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা লেগেছিল ওই ফ্ল্যাট দুটি কিনতে, যা এবার বিক্রি করেছেন ১৫ দশমিক ২৫ কোটি টাকায়।

তিন গুণ দামে ফ্ল্যাট বিক্রি করে রণবীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন বলে অনেকের মত। কারণ, সঠিক সময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার সবাই করতে পারে না, যা এ অভিনেতা করে দেখিয়েছেন। অভিনেতার অনুসারীরা এমন মত প্রকাশ করলেও নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা এ ঘটনার সূত্র ধরে টেনে এনেছেন ভিন্ন প্রসঙ্গ।

তারা বলছেন, রণবীর বা দীপিকা কেউ এমন কোনো অর্থিক বিপর্যয়ে পড়েননি, যার জন্য তাদের ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হবে। বলিউডের পাওয়ার কাপল বলা হয় তাদের। মেগাহিট ছবিতে কাজ করার পাশাপাশি প্রযোজনাতেও এসেছেন দীপিকা। বেশকিছু ছবি প্রযোজনা করেছেন তিনি। নিজস্ব কসমেটিক ব্র্যান্ডও রয়েছে। মেগাবাজেটের কয়েকটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। চারদিক থেকে টাকা এলেও খরচের বিষয়ে অভিনেত্রী বেশ হিসাবি।

অন্যদিকে রণবীর সিংয়ের ব্র্যান্ড ভ্যালু দিন দিন আকাশছোঁয়া হচ্ছে। 'সার্কাস' ছবিটি ভালো ব্যবসা না করলেও তার সাম্প্রতিক ছবি 'রকি অউর রানী' দারুণ ব্যবসা করেছে। এছাড়া হাতে রয়েছে বড় কয়েকটি প্রজেক্ট। তাই আর্থিক সমস্যায় পড়ার কোনো কারণই নেই; বরং এই তারকা দম্পতির সম্পর্কের সুতো আলগা হয়ে যাচ্ছে বলেই নিজ নিজ সম্পদ আলাদা করে গচ্ছিত করছেন। তবে নেটিজেনরা যে যা-ই বলুক, এমন গুঞ্জনের পরিপ্রেক্ষিতে নীরবতাই ধরে রেখেছেন বলিউড পাওয়ার কাপল।

কলকাতার 'লহু' সিরিজে শুভ, নায়িকা সোহিনী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মাত্র এক মাস আগের কথা। গেল মাসের ঠিক এই দিনে মুক্তি পায় 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' সিনেমা। 'মুজিব'-এ চমকপ্রদ পারফর্মেন্সের পরই যেন সুবাতাসে ভাসছেন ঢাকাই সিনেমার ঢাকাই সিনেমার হ্যান্ডসাম হাঙ্ক আরিফিন শুভ। গেল শুক্রবার দেশি সিনেমা 'নীলচক্র', আর তিনদিন পরই কলকাতার ওয়েব সিরিজে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন শুভ।

কলকাতায় 'লহু' শিরোনামে ওয়েব সিরিজে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আরিফিন শুভ। এই সিরিজে শুভর বিপরীতে দেখা যাবে ওপার বাংলার অভিনেত্রী সোহিনী সরকারকে। আর সিরিজটি পরিচালনা করছেন রাহুল মুখার্জী। যিনি এর আগে 'কিশমিশ' ও 'দিলখুশ' নামে দুইটি সিনেমা পরিচালনা করেছেন। জানা গেছে, এই 'লহু' সিরিজ দিয়েই ভারতে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশের ওটিটি প্লাটফর্ম চরকি। চলতি মাসেরি সিরিজটি শুট শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি। চলতি বছরটা আরিফিন শুভর জন্য অন্যরকম আশীর্বাদের। সিনেমা হল এবং ওটিটিতে সমানভাবে দাঁপিয়েছেন তিনি। ভারতে চরকির কনটেন্টে কাজ করা নিয়ে শুভ বলেন,'অবশ্যই এটা অনেক আনন্দের ও এক্সসাইটমেন্টের বিষয়। সেটা শুধু আমার জন্য না, আমাদের বাংলাদেশের ওটিটির ও সাধারণ যত দর্শক আছেন তাদের জন্যও এক্সসাইটমেনেটর যে পশ্চিমবঙ্গে চরকির কাজ হতে যাচ্ছে। সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা। আর সর্বোপরি আমার দর্শকের ভালোবাসা, দোয়া ও সাপোর্টের জন্য এতো কিছু; তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।'

'লহু' সিরিজেরর জন্য কী কী প্রস্তুতি নিচ্ছেন জানিয়ে শুভ বলেন, 'স্ক্রিপ্ট পড়েছি। পরিচালকের সাথে কয়েক দফায় মিটিং হয়েছে। চরিত্রের মাত্রাটা কি রকম ও কেমন তা বোঝার চেষ্টা করছি। আর শুট শুরু হলে কাজটা আরও ভালোভাবে করতে পারবো আশা করছি।'

সিরিজ 'লহু' নিয়ে বেশ এক্সাইটেড সোহিনী সরকার। কাজটির জন্য নিজেকে প্রস্তুতও করছেন চরিত্র অনুযায়ী। তিনি বলেন, 'আমি ভীষণ আনন্দিত ও আশাবাদী কাজটা নিয়ে। কলকাতায় চরকির কাজ শুরু হচ্ছে এতে আমাদের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধিও বাড়ল। ভেবেই খুব ভালো লাগছে। সেই সাথে সিরিজটির গল্প-প্লট একদম ভিন্ন। আশা করছি, কাজটা দুর্দান্ত হবে।'

এই ওয়েব সিরিজের প্রেক্ষাপট কেমন তা জানিয়ে পরিচালক রাহুল মুখার্জী বলেন, 'পাহাড়ি অঞ্চল। সেখানে একটা সক্রিয় গোষ্ঠীকে সামলাতে একটা বিশেষ দল পৌঁছে যায় সেখানে। তারপর কী হয়, সেই নিয়েই গল্প। এছাড়া শুভ, সহিনী সবাই মিলে যে কাজ হবে এতে মনে হচ্ছে, আমাদের ভৌগোলিক যে বর্ডার আছে সেটা কয়েক যুগের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে। দুটো দেশ মিলেমিশে দারুণ কিছু করে ফেলবো শিল্প দিয়ে।'

আরিফিন শুভ আর সোহিনী সঙ্গে ওয়েব সিরিজে থাকছেন রাজনন্দিনী পাল, সৌম্য মুখোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী আর অনুজয় চট্টোপাধ্যায়।

নজরুলের গান বিকৃতি: ক্ষমা চাইলেন ছবির নির্মাতারা, এখনও চুপ এ আর রহমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে রাজা কৃষ্ণ মেনন পরিচালিত ছবি 'পিপ্পা'। এই ছবিতে কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানটিতে সুর বিকৃতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে এক যোগে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। ছবির সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান। বিগত কয়েক দিনে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্টরা বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু রবিবার পর্যন্ত ছবির নির্মাতা বা রহমান কারও পক্ষ থেকেই কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তবে সোমবার বিকালে এই বিতর্ককে মাথায় রেখে বিবৃতি দিলেন 'পিপ্পা' ছবির অন্যতম প্রযোজক সিদ্ধার্থ রায় কাপুর (রায় কাপুর ফিল্মস)। এই প্রসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় একটি পোস্ট করে তারা। সেখানে লেখা হয়েছে, "এই গানকে ঘিরে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে প্রযোজক, পরিচালক এবং সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে আমরা নজরুল পরিবারের থেকে প্রয়োজনীয় স্বত্ব নেওয়ার পরেই শিল্পের খাতিরে গানটিকে তৈরি করেছি।"

এরই সঙ্গে নির্মাতারা লিখেছেন, "কাজী নজরুল ইসলাম এবং তার সৃষ্টির প্রতি আমাদের মনে গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।"

এরই সঙ্গে নজরুলের পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী এবং তার পুত্র কাজী অনির্বাণের থেকে যাবতীয় নিয়ম মেনে যে এই গানের স্বত্ব নেওয়া হয়েছিল সে কথাও ওই বিবৃতি জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে নজরুল পরিবারের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে অনির্বাণ জানান, গানের কথা ব্যবহার করা হলেও সুর বদলানো যাবে না এই মর্মেই তারা নির্মাতাদের স্বত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বিবৃতিতে রায় কাপুর ফিল্মস জানিয়েছে- গানটির ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে শ্রদ্ধা জানানোই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। গানের কথা ব্যবহার এবং সুরের পরিবর্তন চুক্তি অনুযায়ী করা হয়েছে।

সব শেষে ওই বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "আমরা মূল গানটিকে ঘিরে শ্রোতাদের আবেগকে সম্মান করি। শিল্প যেহেতু ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল, সেখানে আমাদের পদক্ষেপ যদি কারও আবেগে আঘাত করে থাকে, সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।"

নির্মাতাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হলেও এখনও চুপ সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান। আগামী দিনে তিনি এই বিতর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া দেন কি না, সেটাই দেখার।

সালমান-ক্যাটরিনার রসায়ন, 'টাইগার ৩' দেখে যা বললেন ভিকি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একটা সময় সালমান খানের সঙ্গে ক্যাটরিনা কাইফের সম্পর্কের চর্চা ছিল সর্বত্র। সালমানের হাত ধরেই বলিউডে নাকি জায়গা পাকাপোক্ত করেছেন ক্যাটরিনা- এমন নানা গুঞ্জন ছিল। শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় ভাইজান-ক্যাটের সম্পর্ক। পরে অভিনেতা ভিকি কৌশলের সঙ্গে ঘর বাঁধেন ক্যাটরিনা। বিয়ের পর 'টাইগার ৩' ছবিতে ফের সালমানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন এই অভিনেত্রী।

আজ মুক্তি পেয়েছে 'টাইগার ৩'। ছবিতে ক্যাটরিনা-সালমানের অ্যাকশন থেকে রোমান্স- সবই রয়েছে ভরপুর। প্রথম দিনই এই ছবি দেখে ফেললেন ক্যাটরিনার স্বামী ভিকি। বড় পর্দায় স্ত্রী ক্যাটরিনা ও সালমানকে কেমন লাগল, তা জানালেন তিনি!

সামাজিক মাধ্যমে পোস্টার করে ভিকি লেখেন, 'সত্যি বলতে 'টাইগার ৩' প্রকৃত অর্থেই ২০২৩-এর দীপাবলির উপহার। কী দুর্দান্ত লাগল, জোয়া, টাইগার ও আতিশকে। যশরাজের গোটা টিমকে অনেক শুভেচ্ছা।'

এমনিতেই বরাবর স্ত্রীকে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে এসেছেন ভিকি। ক্যাটরিনার মতো এত বড় তারকাকে বিয়ে করে তিনি যে আপ্লুত, তা কয়েকবার নিজেই জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ভিকিকে পছন্দ করেন সালমান নিজেই। যদিও ক্যাটরিনার আগের প্রেমিকদের সঙ্গে তেমন ভাল সম্পর্ক না থাকলেও, ভিকিকে যে তার পছন্দ, ক্যাটরিনার সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর বিভিন্ন সময় নিজেই স্বীকার করেছেন ভাইজান। তাই তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক জটিল নয়, বরং বেশ সহজই রয়েছে ক্যাটরিনার বিয়ের পরও। তাই বড় পর্দায় স্ত্রী ক্যাটরিনার সঙ্গে সালমানের যুগলবন্দি এবং খলনায়ক ইমরান হাশমিকে যে পছন্দ হয়েছে, সে কথা জানান ভিকি।

বিশ্বকাপ ধামাকা

এবারও পারলো না

দক্ষিণ আফ্রিকা, ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভাগ্য বারবারই হতাশ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। প্রতিটি বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করে সেমিফাইনালে গিয়েই ভাগ্য বারবার প্রতারণা করেছে তাদের সঙ্গে। এজন্য চোকার তকমাও লেগে আছে তাদের কপালে। এবার ভারতে চলমান আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩ উইকেটে হেরে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা।

এবারও সেই তকমা ঘুচিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলো প্রোটিয়ারা। তবে ভাগ্যবান বলা চলে অজিদের। খুড়িয়ে খুড়িয়ে বিশ্বকাপ খেলে শেষ পর্যন্ত ফাইনাল খেলার সুযোগ পেল অস্ট্রেলিয়া।

লক্ষ্য ছিল ছোট, ২১৩ রানের। ৬ ওভারেই অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার আর ট্রাভিস হেড তুলে দেন ৬০ রান। এমন জায়গা থেকে দারুণভাবে লড়াইয়ে ফেরে প্রোটিয়ারা।

১৮ বলে ২৯ করে মার্করামের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন ওয়ার্নার। পরের ওভারে মিচেল মার্শকে (০) তুলে নেন কাগিসো রাবাদা। ট্রাভিস হেড তবু মারমুখী খেলেছেন। ৪০ বলে হাফসেঞ্চুরি তুলে নেন অসি ওপেনার। ৪৮ বলে ৯ চার আর ২ ছক্কায় ৬২ রান করে হেড বোল্ড হন কেশভ মহারাজের বলে। এরপরই অসিদের চেপে ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৯ রান, ৩ উইকেট প্রয়োজন ছিল এমন সময় মার্করামের বলে উইকেটের পেছনে সুযোগ পেয়েছিলেন কামিন্সের ক্যাচ নেওয়ার। ডি কক রাখতে পারেননি।

বৃহস্পতিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিতে ২৪ রানেই ৪ উইকেট তুলে দক্ষিণ আফ্রিকার বুকে সজোরে ধাক্কা দেয় অজিরা। এরপর ডেভিড মিলার চাপের মুখে চমৎকার সেঞ্চুরি হাঁকালেও শেষমেশ প্রোটিয়াদের পুঁজি হয়েছে ২১২ রানের। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে মিচেল স্টার্ক ও অধিনায়ক কামিন্স তিনটি করে এবং জশ হ্যাজেলউড ও ট্রাভিস হেড দুটি করে উইকেট নিয়ে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাতে শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ নিয়েও ৪৯.৪ ওভারে অলআউট হয়ে গেছে টেম্বা বাভুমার দল।

মেঘলা আকাশের নিচে বোলিং সহায়ক কন্ডিশন পায় অজিরা। সুইং ও সিম মুভমেন্টে প্রতিপক্ষের ওপর তারা চেপে বসে পুরোপুরিভাবে। কাঁটা কম্পাস দিয়ে মাপা নিখুঁত বোলিংয়ের সঙ্গে অসাধারণ ফিল্ডিংয়ে চলে অজিদের রাজত্ব।

প্রথম ওভারেই বাভুমাকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দেন স্টার্ক। রানের জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকা কুইন্টন ডি কক উড়িয়ে মারতে যান হ্যাজেলউডের বল। তবে কামিন্সের দুর্দান্ত ক্যাচে আউট হয়ে যান ৩ রানেই। বলের এদিক-সেদিক নড়াচড়ায় প্রোটিয়ারা তখন চোখে আঁধার দেখতে পাচ্ছিল যেন। দলীয় সংগ্রহ দুই অঙ্কে যেতে দক্ষিণ আফ্রিকার লেগে যায় ৮ ওভার। প্রথম বাউন্ডারি পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয় ৫২ বল! ১৮ রানে প্রথম পাওয়ার প্লে শেষ করার পরও ধাক্কা কাটেনি।

১১তম ওভারে এইডেন মার্করাম পয়েন্টে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন ১০ রান করেই। একপাশে চাপ শুষে নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টায় থাকা রাসি ফন ডার ডুসেনও শেষমেশ ব্যর্থ। হ্যাজেলউডের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ডুসেন ফিরে যান ৩১ বলে ৬ রানের ইনিংস খেলে। দুই ফিনিশার হেইনরিখ ক্লাসেন ও মিলারকে তাই পুনরুদ্ধারের কাজে নামতে হয়।

পার্ট-টাইমার হেডের বলে বোল্ড হয়ে যান ক্লাসেন। ৪ চার ও ২ ছয়ে ৪৮ বলে ৪৭ রান করেন বিধ্বংসী ক্লাসেন। ভাঙে ১১৩ বলে ৯৫ রানের জুটি। পরের বলেই হেডের বড় বাঁক খাওয়া ডেলিভারিতে এলবিডব্লিউ হয়ে যান মার্কো ইয়ানসেন। তেতো স্বাদ নেন গোল্ডেন ডাকের। ৩১তম ওভারে ১১৯ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারিয়ে ফেলে আবার খাদের কিনারায় চলে যায় প্রোটিয়ারা।

লড়াকু ইনিংসে মিলার দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ দুইশ পার করান। ৭০ বলে ফিফটি ছোঁয়ার পর ১১৫ বলে সেঞ্চুরি পেয়ে যদিও পরের বলেই আউট হয়ে যান। ৮ চার ও ৫ ছক্কায় গড়া ছিল তার ১০১ রানের ইনিংস। এরপর কাগিসো রাবাদাকে বিদায় করে প্রোটিয়াদের গুটিয়ে দেন কামিন্স।

নিজের ১০ ওভারের কোটা স্টার্ক শেষ করেন ৩৪ রানে ৩ উইকেটে। হ্যাজেলউড ৮ ওভারে মাত্র ১২ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নেন। ৫১ রান দিয়ে কিছুটা খরুচে থাকলেও কামিন্সের ঝুলিতে যায় ৩ উইকেট। এই তিন পেসারের বাইরে উইকেট পান অফ স্পিনার হেড। ২১ রানে তার শিকার দুটি।

আইসিসির হল অব ফেমে

ডি সিলভা, এডুলজি ও শেবাগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) হল অব ফেমে জায়গা করে নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ব্যাটার অরবিন্দ ডি সিলভা, ভারতের বিধ্বংসী ওপেনার বীরেন্দার শেবাগ এবং ভারতের নারী ক্রিকেটার ডাইয়ানা এডুলজি।

আইসিসির এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

হল অব ফেমে যুক্ত হওয়া এই তিন ক্রিকেটারকে আগামী ১৫ নভেম্বর ভারতের মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের দিন সম্মানিত করা হবে।

আইসিসির বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হল অব ফেমে ডি সিলভা-এডুলজি ও শেবাগকে যথাক্রমে- ১১০, ১১১ ও ১১২তম সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ১৯ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাতিয়েছেন ডি সিলভা। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো শ্রীলঙ্কার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ে বড় অবদান রাখেন এই ডান-হাতি ব্যাটার। লাহোরের মাটিতে বিশ্বকাপ ফাইনালে বল হাতে ৩ উইকেট ও ব্যাট হাতে ১০৭ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে শ্রীলঙ্কার শিরোপা নিশ্চিত করেন ডি সিলভা। ফাইনালের ম্যাচসেরা খেলোয়াড়ও হন তিনি।

দেশের হয়ে ৯৩ টেস্টে ৬৩৬১ রান ও ২৯ উইকেট এবং ৩০৮ ওয়ানডেতে ৯২৮৪ রান ও ১০৬ উইকেট শিকার করেন ডি সিলভা।

ডি সিলভার মতো দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ আছে শেবাগেরও। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি ও ২০১১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৯৯ সালে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় তার। ২০১৩ সালে সর্বশেষ ভারতের হয়ে খেলেন তিনি। ক্যারিয়ারে ১০৪ টেস্টে ৮৫৮৬ রান ও ৪০ উইকেট, ২৫১ ওয়ানডেতে ৮২৭৩ রান ও ৯৬ উইকেট এবং ১৯টি টি-টোয়েন্টিতে ৩৯৪ রান করেছেন শেবাগ।

ভারতের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি হল ফেমে জায়গা পেলেন ১৭ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা এডুলজি। দেশের জার্সিতে ২০ টেস্টে ৪০৪ রান ও ৬৩ উইকেট এবং ৩৪ ওয়ানডেতে ২১১ রান ও ৪৬ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। ভারতের নারী ক্রিকেটে অসাধারাণ অবদানের ৬৭ বছর বয়সী এডুলজিকে হল অব ফেমে রেখেছে আইসিসি।

সবার ওপরে কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একের পর এক রেকর্ড ভাঙ্গার মিছিল চলছে চলতি বিশ্বকাপে। বিশ্বকাপের লিগ পর্বে ম্যাচে বেশকিছু রেকর্ড দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন ভারতীয় ড্যাশিং ব্যাটার বিরাট কোহলি। ভারতের এই ব্যাটার ৯ ম্যাচে করেছেন ৫৯৪ রান। ৯৯ গড়ে এসেছে তার রান। এবারের বিশ্বকাপেই ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডে শচীনের পাশে উঠে এসেছেন তিনি। ৯ ম্যাচে করেছেন ২ সেঞ্চুরি। আছে একটি ডাকও।

দুইয়ে আছেন কুইন্টন ডি কক। করেছেন ৫৯১ রান। চারটি সেঞ্চুরি করেছেন এই ব্যাটার। ৬৫.৬৬ গড় তার। কোহলির থেকে মাত্র ৩ রান কম এই প্রোটিয়া ব্যাটার দলকে বিশ্বকাপের সেমিতে তোলার ক্ষেত্রে বড় অবদানই রেখেছেন।

তালিকার তিনে আছেন রাচিন রবীন্দ্র। করেছেন ৫৬৫ রান। ২৩ বছরের আগে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড এরই মাঝে করে ফেলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই কিউই ব্যাটার। বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজও বলা যায় রাচিনকে। ৩ সেঞ্চুরি আর ২ হাফসেঞ্চুরির মালিক রাচিন। চারে থাকা রোহিত শর্মার রান ৫০৩। এবারের আসরে ১টি সেঞ্চুরি করেছেন। তাতেই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক হয়েছেন তিনি। পাঁচে আছেন ওয়ার্নার। করেছেন ৪৯৯ রান। ২ সেঞ্চুরি আর ২ হাফসেঞ্চুরি আছে তার নামের পাশে। সেরা বিশে অবশ্য নেই কোন বাংলাদেশি ক্রিকেটার। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ আছেন ২১ নম্বরে। অভিজ্ঞ এই ব্যাটার করেছেন ৩২৮ রান। ১ সেঞ্চুরি আর ১ হাফসেঞ্চুরির সাহায্যে এই রান করেছেন রিয়াদ।

দায়িত্ব ছাড়লেন

পাকিস্তানের বোলিং কোচ মরকেল

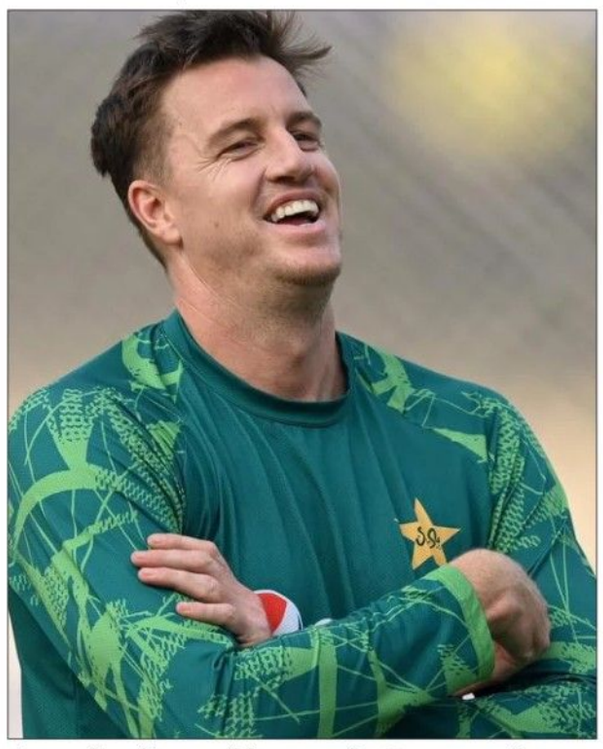

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতার জেরে পদত্যাগ করলেন দলটির বোলিং কোচ মরনে মরকেল। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। গত জুনে ছয় মাসের চুক্তিতে পাকিস্তান দলের বোলিং কোচের দায়িত্ব নেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ফাস্ট বোলার মরকেল। এরপর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে শুরু হয় তার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দায়িত্ব ছাড়লেন তিনি।

চলতি বিশ্বকাপে শাহিন শাহ আফ্রিদিরা গতির ঝড় তুলতে পারেননি। বিশ্ব মঞ্চে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে পাকিস্তানের বোলিং লাইনআপ। দুই স্পিনার শাদাব খান ও মোহাম্মদ নওয়াজও পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র দুই উইকেট করে পেয়েছেন। আগামী ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে পাকিস্তান। তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন বাবর-রিজওয়ানরা। পিসিবি জানিয়েছে, এই সিরিজের আগেই সাবেক প্রোটিয়া পেস তারকার বিকল্প বোলিং কোচ খুঁজে বের করা হবে।

পাকিস্তানের ক্রিকেট

ধ্বংস হয়ে গেছে : রমিজ রাজা

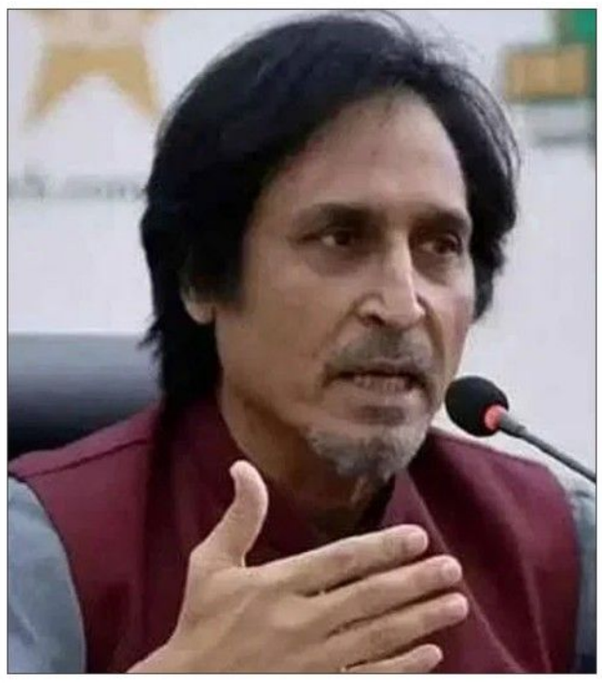

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রমিজ রাজা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তুমুল সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানের ক্রিকেট ধ্বংস হয়ে গেছে।'

রান রেটের শর্ত পূরণ করতে না পারায় সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে পড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। শনিবার তারা ইংল্যান্ডকে নির্দিষ্ট সীমায় থামানোর পরিবর্তে ৯৩ রানে পরাজিত হলে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পিসিবির সাবেক চেয়ারমান বলেন, বোলাররা যখন নতুন বলে উইকেট নিতে পারে না, বেশি রান দেয় তখন ক্যাপ্টেন বাবর আজম কি করবেন?

পিসিবি কিছু ক্রিকেটার জড়ো করে তাদেরকে বলছে, সংকট থেকে কিভাবে বের হয়ে আসা যায়? রমিজ বলেন, এদেরকে বোর্ডের দায়িত্ব দিল কে? তাদের কাজ কি শুধু একত্রে জড়ো হয়ে অধিনায়ক, কোচিং স্টাফদের পরিবর্তন করা! আর সবাই মনে করছে তারা বড় পদক্ষেপ নিয়েছে।

পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক সংবাদ ফাঁস করা বন্ধ করার আহ্বান জানান। বড় ইভেন্টের আগে বিবৃতি না দেওয়ারও কথা বলেন তিনি।

ড্রেসিংরুমের সঙ্গে ভালো

পারফরম্যান্সের সম্পর্ক নিয়ে যা বললেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি বিশ্বকাপের লিগ পর্বে একের পর এক অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ড কিংবা নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়েছে ভারত। রাউন্ড রবিন লিগের নয় ম্যাচের সবকটিতে জিতে এবার ভারতের লক্ষ্য সেমিফাইনাল। প্রতিপক্ষ কেন উইলিয়ামসনের সেই নিউজিল্যান্ড দল। যাদের কাছে চার বছর আগের বিশ্বকাপের সেমিতে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল ভারতকে। তবে পুরনো সেই দুঃস্মৃতি মনে রাখতে চান না রোহিত শর্মা। ২০১১ বিশ্বকাপকে অনুপ্রেরণা মানছেন ভারতীয় অধিনায়ক। ২০০৩ বিশ্বকাপে অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিল ভারত। সেবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে ফাইনালে হেরে গেলেও এর আগে টানা ৮ ম্যাচ জিতেছিল 'মেন ইন ব্লু' ব্রিগেড। কিন্তু এবার কোন ছকে পরপর ৯ ম্যাচ জিতলেন? জবাবে রোহিত বলছেন, 'আমাদের দলের প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করছি। এমনকি মাঠেও হালকা মেজাজে থাকি। আসলে সাজঘরে একটা পরিবেশ বজায় রাখতে চাই। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ভালো হলে, পারফরম্যান্স ভালো হয়। এটাই স্বাভাবিক।'

এরপর কিছুটা থেমে ২০১১ বিশ্বকাপের কথা মনে করিয়ে দেন হিটম্যান। রোহিত বলেন, 'সেবারের মতো এবারও আমরা দেশের মাটিতে খেলছি। প্রত্যাশা থাকবে। সবাই সেটা জানি। নিজেদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে চাই। প্রতিনিয়ত দলের মধ্যে এই আলোচনা হয়।'

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল ভারত। এরপর থেকে পরপর জয়। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ১৬০ রানে হারিয়েছে স্বাগতিকরা। রোহিত বলেন, আমরা একটা একটা করে ম্যাচ ধরে এগোচ্ছিলাম। জানতাম খুব লম্বা প্রতিযোগিতা। বেশি দূরের কথা ভাবলে জেতা যাবে না। তাই আমরা একটা করে ম্যাচের দিকে নজর দিচ্ছিলাম। আলাদা আলাদা দলের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খেলতে হয়েছে। এটা বড় চ্যালেঞ্জ। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। আমরা সেটা পেরেছি। আমি খুশি ৯টা ম্যাচই জিততে পেরে।

বাকি আর মাত্র দুই ম্যাচ। যদিও ফাইনাল খেলতে হলে সেমিফাইনালের বাধা টপকাতেই হবে। রোহিত ও তার সতীর্থরা সেটা জানেন। এটাও জানেন যে, শেষ চারের লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারলেই সমালোচনার ঝড় উঠবে। তাই ফের আর একটা নতুন ম্যাচ নিয়েই ভাবতে চাইছেন ভারত অধিনায়ক।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR